صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ এর আনুগত্য

15-November-2018

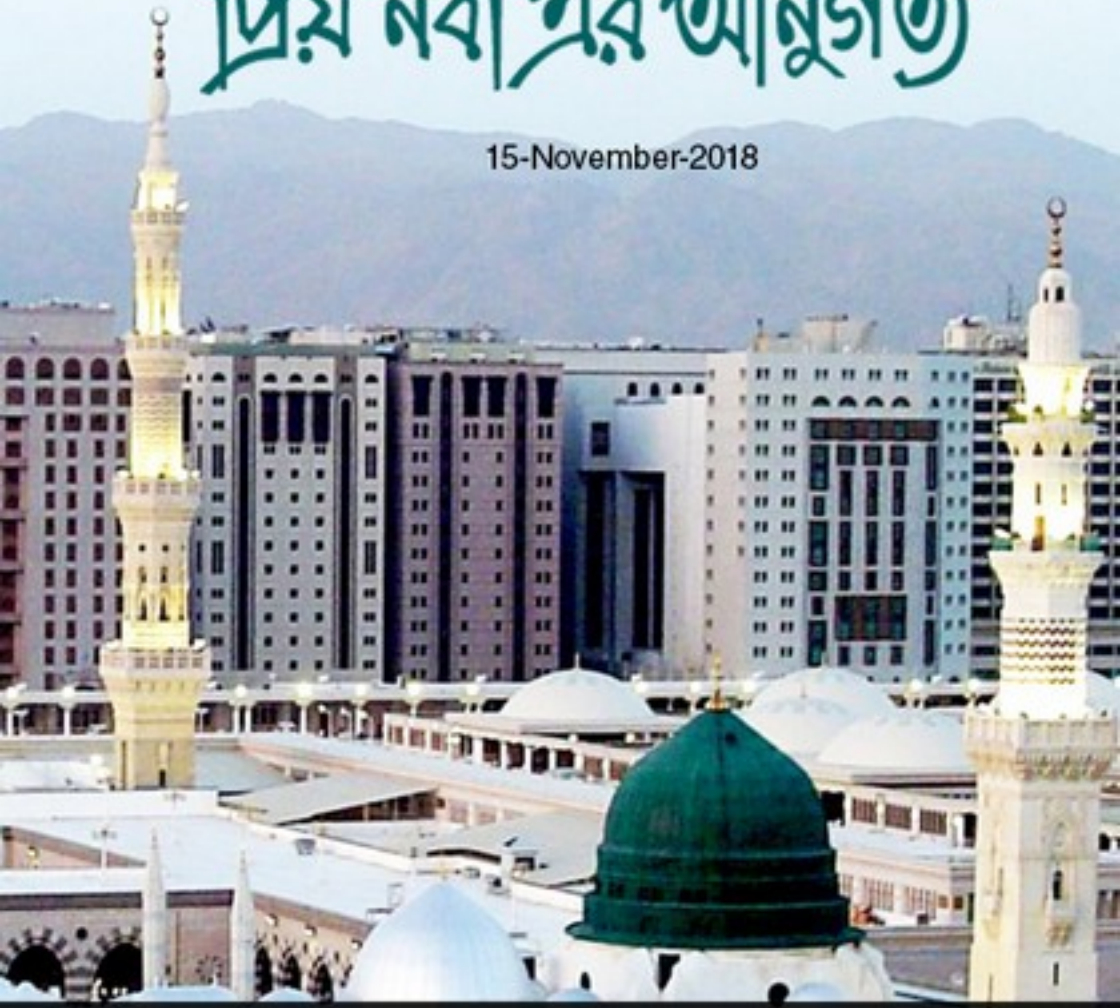

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ" যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি দিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের স্থান দেখে না নিবে।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবু যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং- ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✮ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✮ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✮ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **আল্লাহ তায়ালার** অধম বান্দা এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নগন্য গোলাম। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত বিধানাবলীর উপর আমল এবং **তাঁর** আনুগত্য করা। প্রত্যেক মুসলমানের উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণিত বিধানাবলীর উপর আমল করা এবং **তাঁদের** আনুগত্য করা ফরয। কেননা এর উপরই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা নির্ভরশীল। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক ইজতিমায় সংগঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ানে আমরা এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শ্রবণ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সোনার আংটি কুড়িয়ে নিলেন না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার হাত থেকে তা খুলে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমাদের মাঝে কি কেউ পছন্দ কর যে, নিজের হাতে আগুনের কয়লা রাখবে?" যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখান থেকে

চলে গেলেন, তখন লোকেরা তাকে বললো: তুমি তোমার আংটিটি কুড়িয়ে নাও এবং সেটাকে বিক্রি করে সেটা দ্বারা উপকৃত হও। তিনি উত্তর দিলেন: না! যখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি ফেলে দিলেন, তখন **আল্লাহ**র শপথ! আমি তা কখনো কুড়িয়ে নিবো না। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল লিবাস, বাবুল হাতেম, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩৭৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ আনুগত্য পোষণকারী ছিলেন! যদি তিনি চাইতেন তাহলে সেই আংটিটি কুড়িয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু রাসূলের আনুগত্যের পরিপূর্ণ প্রেরণা তাঁকে এই বিয়য়ে উদ্বুদ্ধ করেনি যে, যেই বস্তুটি **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করে দূরে ফেলে দিয়েছেন তা আবার কুড়িয়ে নিবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে আদেশ মান্য করা। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পদাঙ্ক অনুসরন করে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য পোষণ করা, যেসব বিষয় সম্পর্কে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন সেই বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা আর যে বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তা নিয়মিত পালন করা, কেননা মুসলমানদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ওয়াজিব। যেমনটি ৯ম পারায় সূরা আলফালের ১ম আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ** ও রাসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো। **(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১)**

হাকিমুর উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য হলো; **আল্লাহ তায়ালা**র আনুগত্য হচ্ছে শুধুমাত্র **তাঁর** আদেশ পালন করা, **তাঁর** কাজের উপর আনুগত্য হতে পারে না। কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য তিনটি বিষয়ের উপর করতে হয়। (১) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমলকৃত কাজের উপর, (২) বর্ণনাকৃত বাণী সমূহে এবং (৩) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

সামনে যে কাজ করা হয়েছে আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাতে নিষেধ করেননি। এতেও আনুগত্য করা যাবে, অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা বলেছেন তা মানো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা নিজে করে দেখিয়েছেন তাও মানো এবং যা অন্য কেউ করতে দেখে নিষেধ করেননি তাও মানো। মুফতি সাহেব আরো বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের আদেশ দেয়াতে কেউ এরূপ ভাববেন না যে, যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য না করা হয়, তবে **তাঁর (হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**)** কোন ক্ষতি হবে। বরং তিনি তো **তাঁর** ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আদায় করে নিয়েছেন। এখন না মানা, আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য না করার শাস্তি তোমাদেরই উপর বর্তায়। **(শানে হাবীবুর রহমান, ৬৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জীবন অতিবাহিত করার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য নিজের এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি এটাও অধিকার দিয়েছেন যে, **আল্লাহ**র আদেশের উপর আমল করে **তাঁর** বাধ্য ও অনুগত হতে চাইলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করবে অথবা **তাঁর** অবাধ্য হয়ে জাহান্নামের অংশীদার হবে। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রকে নিজের মাঝে গড়ে তোলাই হচ্ছে নিরাপত্তা, কেননা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চরিত্রই হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। যেমনটি ২১তম পারায় সূরা আহযাবের ২১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য **রাসূলুল্লাহ**র অনুসরনই উত্তম।

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ২১)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"তাফসীরে নূরুল ইরফান"**এ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন: জানতে পারলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবন সমস্ত মানুষের জন্য উদাহরণ স্বরূপ। যাতে জীবনের কোন অংশই বাকী নেই এবং এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, **আল্লাহ তায়ালা**

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনকেই **তাঁর** কুদরতের নমুনা বানিয়েছেন, ঠিক কারিগর যেমন নমুনা (SAMPLE) তৈরীতে তার সকল কর্ম নৈপূণ্য প্রকাশ করে দেয়। জানা গেলো, সফল জীবন হলো তাই, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরণের উপর হয়। যদি আমাদের জীবন, মরণ, শয়ন, জাগরন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুযায়ী হয়ে যায়, তবে এই সকল কাজই ইবাদত হয়ে যাবে। **(নূরুল ইরফান, পারা ২১, আল আহযাব, ২১নং আয়াতের পাদটিকা, ৬৮১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক হায়াত (জীবন) আমাদের জন্য চলার পথের পাথেয়, সুতরাং মুসলমান এবং সত্যিকার গোলাম হওয়ার কারণে আমাদের উপর আবশ্যক যে, সকল অবস্থাতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও অনুসরন করা এবং **তাঁর** সুন্নাতকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করা, কেননা এটাই আমাদের মুক্তির পথ। আসুন! এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ اَطَاعَنِیْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ اَبٰی অর্থাৎ যে আমার আদেশ মানলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করে নিলো এবং যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে অস্বীকারকারী হয়ে গেলো।" **(বুখারী, ৪/৪৯৯, হাদীস নং- ৭২৮০)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা আমার আনীত বিধানগুলোর অনুগত হবে না।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল এ'তেসাম.., ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রাসূলের আনুগত্য করে নিজের জাহির ও বাতিনকে (শরীর ও মন) ইসলামের অনুযায়ী করাতে উপকারই উপকার। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, কর্ম এবং অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অধ্যয়ন করে নিজের জীবনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত

করা, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টায় রত থাকতেন বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে বিষয়ের আদেশ নাও দিতেন, তাতেও অনুসরণ করতেন। যেমনটি

কথা বলার সময় মুচকি হাসতেন

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ যখনি কথা বলতেন মুচকি হাসতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) এই অভ্যাসটি ছেড়ে দিন, না হয় লোকেরা আপনাকে বোকা মনে করবে। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বললেন: "আমি যখনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কথা বলতে দেখেছি বা শুনেছি, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতেন।" (তাই আমিও এই সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে এরূপ করি।) **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/১৭১, হাদীস নং- ২১৭৯১)**

পাতলি পাতলি গুলে কুদ্‌স কি পাতিয়াঁ — উন লবোঁ কি নাযাকত পে লাখো সালাম
জিস কি তাসকিন সে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে — উস তাবাস্‌সুম কি আদত পে লাখো সালাম

হুযুর পুরনূর ﷺ এর পছন্দই নিজের পছন্দ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; এক দর্জি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন, (হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন:) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমিও দাওয়াতে অংশগ্রহণ করলাম, দর্জিটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে রুটি, লাউ শরীফ এবং মাংসের তরকারি রাখলো। আমি দেখলাম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্র থেকে লাউ শরীফ খুঁজে খুঁজে আহার করছেন। (এরপর হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ নিজের আমল বর্ণনা করে বলেন:) فَلَمۡ اَزَلۡ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنۡ يَوۡمِئِذٍ অর্থাৎ সেই দিন থেকে আমি লাউ শরীফকে পছন্দ করি। **(বুখারী, কিতাবু বুয়ু', বাবু যিকরিল খেয়াত, ২/১৭, হাদীস নং- ২০৯২)**

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণের কিরূপ প্রেরণা ছিলো এবং এই ব্যক্তিত্বরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি আমলকে আপন করে নেয়ার কিরূপ আগ্রহী ছিলেন,

তাঁদের **রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার অবস্থা তো দেখুন যে, **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সকল বিষয় পছন্দ করতেন এই ব্যক্তিরাও সেই বিষয়কে নিজের পছন্দের অংশ বানিয়ে নিতেন, আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে বিষয়ের আদেশ করতেন, তবে এতে আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কিরূপ হতো। আসুন! এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলের** আনুগত্য সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর ঘটনা শুনি।

হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর রাসূলের বাণীর উপর আমল

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কাছে একজন ভিখারী এলো, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাকে একটুকরো রুটি দান করে দিলেন, অতঃপর একজন ভাল পোশাক পরিহিত ব্যক্তি আসলেন তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। লোকেরা এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী হচ্ছে: اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার যোগ্যতা অনুযায়ী আচরণ করো। **(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু তানযীলান্নাসু মানাযিলাহুম, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৪২)**

মেহমানদারির প্রকারভেদ এবং এর বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর আমল দ্বারা জানতে পারলাম যে, লোকদের মান-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের মেহমানদারি এবং সম্মান করা চাই। প্রত্যেক মেহমানের সাথে তার পদ-মর্যাদা অনুয়ায়ী আচরণ করা উচিৎ, মেহমানদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যারা দু-এক ঘন্টার জন্য আসে, আর চা-পানি পান করে চলে যায় এবং কিছু সংখ্যকের জন্য খাবার-দাবারের বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন হয়, কিছু মেহমান এরূপ হয় যাদেরকে আমরা বিয়ে-শাদী, আকিকা ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানে নিজেরাই দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনি, এতে ধনী-গরীব পার্থক্য না করে খাবার-দাবার, বসা সবকিছুই একইরূপ করা উচিৎ, এমন যেন না হয় যে, ধনী ও প্রভাবশালীদের জন্য আলিশান বসার জায়গা এবং খুবই উন্নতমানের খাবার দিলেন কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্তদের সাধারণ খাবার খেতে দিলেন, এরূপ কখনোই করা উচিৎ নয়, কেননা

এতে মুসলমানের মন ছোট হয়। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: নিকৃষ্ট খাবার হচ্ছে ঐ ওলীমার খাবার, যাতে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের দাওয়াত দেয়া হয়না।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৭৭) কিছু মেহমান ভাই, বোন বা নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে, যারা কিছু দিনের জন্য থাকতে আসে, তাদেরও মেহমানদারি করা উচিৎ।

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানদের সম্মান ও সমাদর করে, একদিন তার ভালভাবে মেহমানদারী করো, নিজের সামর্থ অনুযায়ী তার জন্য ভাল আয়োজন এবং পরিশ্রম করে খাবার প্রস্তুত করো। মেহমান হলো তিনদিন (অর্থাৎ একদিন পর ঘরে যা আছে তাই পেশ করো) আর ৩ দিনের পর হলো সদকা।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১৩৫)

মানুষের মর্যাদার বিষয়ে খেয়াল রাখতে গিয়ে এই বিষয়টিও স্মরন রাখতে হবে যে, যদি মেহমান কোন নেক-পরহেযগার বা আলীমে দ্বীন অথবা পীর ও মুর্শিদ হয়, তবে তাঁর শান ও মহত্ব অনুযায়ী তাঁর মেহমানদারি করতে হবে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে যদি কোন অনুষ্ঠানে আনতে চান, তবে চিন্তা-ভাবনা করে দাওয়াত দিন যে, এই দাওয়াত কি তাঁর শান ও মহত্বের উপযুক্ত কী না, যেমন; বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নাচ-গান, মহিলাদের বেপর্দা আনাগোনা যদিও সকলের জন্যই হারাম, কিন্তু এমন অনুষ্ঠানে একজন আলীমে দ্বীন বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দেয়া, তাঁর জন্য তা মারাত্মক মানহানীকর। এজন্য আমাদের উচিৎ মেহমানের মর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান করা এবং সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করা, কেননা মুসলমানেদর সাথে উত্তম আচরণের বরকতে যেমনিভাবে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি সুন্নাতের উপর আমলের পাশাপাশি উভয় জাহানের কল্যাণও নসীব হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসতেন এবং **তাঁর** বাণী সমূহের প্রতি মন প্রাণ দিয়ে আমল করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝেও **রাসূলের**

আনুগত্যের প্রেরণা পরিপূর্ণ ছিলো আর তাঁরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় **তাঁর** পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া বাণীর প্রতি আবশ্যিকভাবে আমল করতেন। যেমনটি

মহিলা সাহাবীদের আনুগত্যের পবিত্র প্রেরণা

বর্ণিত আছে: একবার **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন দেখলেন, নারী পুরুষ মিলেমিশে চলাফেরা করছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: "اِسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ অর্থাৎ পিছনে থাকো! তোমরা রাস্তার মাঝখানে চলতে পারোনা, عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ অর্থাৎ বরং এক পাশ হয়ে চলাফেরা করো।" এরপর থেকে অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, মহিলারা গলিতে এভাবে চলাফেরা করতো যে, তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে জড়িয়ে যেতো।

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমাদের জন্য উত্তম শিক্ষা বিদ্যমান। সেই মহিলা সাহাবীদের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র একবার ইরশাদ করেছিলেন: "পিছনে থাকো! তোমরা রাস্তার মধ্যখানে চলতে পারোনা।" তখন তাঁরা এই আদেশ এমন ভাবে পালন করলেন যে, দেওয়ালের সাথে লেগে চলতে গিয়ে তাদের কাপড় আটকে যেতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে পর্দহীনতা ও কুদৃষ্টি ধ্বংসযজ্ঞতার একটি বিরাট কারণ সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমাদের নিজেদেরও কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের পরিবারের সদস্যদেরও পর্দা করা শিক্ষা দেয়া! ঘরে শরয়ী পর্দার প্রচলন করার একটি পদ্ধতি হলো, নিজের পরিবার পরিজনদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা! তাদের আপনার এলাকায় ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পাঠানো।

প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় ক্বারী ইসলামী বোন, মাদানী মুন্নীদের ফি সাবিলিল্লাহ কোরআনে পাক হিফজ ও নাজারা পড়িয়ে থাকে, নামায, দোয়া এবং তাদের বিশেষ মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন (মহিলা

শাখায়) ইসলামী বোনেরা ইসলামী বোনদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কোরআনে করীম পাঠদান এবং তাদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রায় ৬৫টি দেশের ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে প্রতিষ্ঠিত প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠরতদের সংখ্যা ৮৯০৪৩ জন (উনানব্বই হাজার তেতাল্লিশ) এবং প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় পাঠরতদের সংখ্যা ৬৩ হাজার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী ভাইয়েরা স্বয়ং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং সাপ্তাহিক সম্মিলিতভাবে দেখার মাদানী মুযাকারায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে **মক্কী মাদানী মুস্তফা, জনাবে আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আমল করার মানসিকতা তৈরি হয়ে যাবে।

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং শরয়ী বিধানাবলীর উপর আমলের মানসিকতা পাওয়ার আরো একটি মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়ানো বা পড়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পাঠ করার ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের**

মাদরাসাতুল মদীনার বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের প্রেরণা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে উত্তম চরিত্র গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** পড়ার বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার সাক্ষাৎ সাদা পোষাক পরিহিত সবুজ পাগড়ী সজ্জিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলেন, আমিও দাওয়াত গ্রহণ করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিনত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিবাহ করে নাও

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে রাসূলের আনুগত্যের প্রেরণা এমন ছিলো যে, তাঁরা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি আদেশই চোখ বন্ধ করে পালন করতেন। যেমনটি

হযরত রবিয়া আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; আমার **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিলো, একদিন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে রবিয়া! তুমি বিবাহ কেন করছো না? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি বিবাহ করতে চাইনা, কারণ একেতো আমার নিকট এতো সম্পদ নেই, যা দ্বারা একজন মহিলার ভরণ-পোষণ করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, কোন বস্তু আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করলেন এবং খেদমত করতে রইলাম। কিছু দিন পর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারো ইরশাদ করলেন: রবিয়া! তুমি বিবাহ করছো না কেন? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি বিবাহ করতে চাই না, কেননা একেতো আমার নিকট এমন কোন সম্পদ নেই, যা দ্বারা একজন মহিলার ভরণ-পোষণ করতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, কোন বস্তু আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার প্রতি বিরক্তি ভাব পোষণ করলেন, কিন্তু পরে আমি চিন্তা করলাম যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার চাইতে বেশি জানেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য কোন বস্তুটি উত্তম হবে, যদি এবার **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তবে বলে দিবো, ঠিক আছে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন। সুতরাং যখন তৃতীয়বার **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: রবিয়া! বিবাহ কেন করছো না? তখন আমি আরয করলাম: কেন নয়! অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আনসারের এক গোত্রের নাম নিয়ে ইরশাদ করলেন: সেখানে চলে যাও এবং তাদেরকে বলবে! আমাকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাঠিয়েছেন যে, অমুক মহিলাকে যেনো আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। সুতরাং আমি তাদের নিকট গেলাম এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বার্তা পৌঁছালাম। তখন তারা আমাকে অত্যন্ত জাকজমকতার সাথে স্বাগতম জানালেন এবং বলতে লাগলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বার্তাবাহক তার কাজ না করে যেনো ফিরে না যায়। অতঃপর তারা ঐ মহিলার সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিলেন এবং খুবই মায়া মমতা প্রদর্শণ করলেন আর তারা আমার কাছে কোনরূপ প্রমাণও চাইলেন না। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৫৭৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রাসূলের আনুগত্যের কিরূপ উৎসাহ ছিলো যে, বিবাহের মতো এরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়েও কোনরূপ প্রমাণ চাওয়া ব্যতীত শুধুমাত্র **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বার্তা শুনেই নিজের মেয়ের বিবাহ হযরত রবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে করিয়ে দিলেন। এই ঘটনা দ্বারা এই শিক্ষাটি পেলাম, আমরা যার সাথেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিইনা কেন, যদিও সে গরীব হয় কিন্তু নামায, রোযা, সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং পরহেযগারীর মতো গুণের অধিকারী অবশ্যই হওয়া চাই, কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে শুধুমাত্র সুন্দর, আকর্ষনীয়, সম্পদশালী এবং দুনিয়াবী পদ মর্যাদা দেখেই বিবাহ দেয়া হয়। আর এরূপ বিবাহ প্রায় বিচ্ছেদের সম্মুখিন হয়। সুতরাং বিবাহে চরিত্র ও আচার আচরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই, যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার ইজ্জত ও সম্মানের কারণে বিবাহ করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার অসম্মানকে বাড়িয়ে দিবে। যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার ধন-সম্পদের (লোভে) কারণে বিবাহ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার দারিদ্রতাকে বাড়িয়ে দিবেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার উচ্চ বংশের জন্য বিবাহ করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার হীনমন্যতাকে আরো বাড়িয়ে দিবেন এবং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এই জন্যই বিবাহ করে যে, নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করবে, নিজের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করবে, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য ঐ মহিলার মাঝে বরকত দান করবে এবং মহিলার জন্য পুরুষের মাঝে বরকত দান করবে।

(আল মু'জামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৪২)

সুতরাং আমাদেরও ধন-সম্পদ অর্জন এবং দুনিয়াবী উপকার অর্জন করার পরিবর্তে দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বীনি পর্যায়ে উত্তম লোকদের মাঝে বিবাহ করা চাই এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য সকল অবস্থায় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্যতা ও আনুগত্যের শিক্ষা দিতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জাহেলিয়্যাতের যুগের সকল অহেতুক রীতিনীতির মূলৎপাঠন করেন, যা বহুদিন ধরে চলে আসছিলো।

আহ্! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সদকায় **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, মক্কী মাদানী মুস্তফা, কাবে কি বদরুদ্দোজা, তায়্যবা কি শামসুদ্দোহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের উৎসাহ আমাদেরও নসীব হয়ে যাক, মৌখিক দাবীর বিপরীতে আহ্! আমরা যেনো আমলী ভাবে সত্যিকার আশিকে রাসূল হয়ে যাই।

অর্থ বিষয়ক মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শরীয়তের অনুসরণের মাদানী মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাতের খেদমতে লিপ্ত হয়ে যান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগতে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"অর্থ বিষয়ক মজলিশ"**।

দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য জমা হওয়া ওয়াজিব সদকা যেমন; যাকাত, ফিতরা, উশর এবং নফল সদকা যেমন; মসজিদ ও মাদরাসা, জামেয়া, লঙ্গরে রযবীয়া ও লঙ্গরে গাউসিয়া ইত্যাদি খাতে জমা হওয়া মাদানী তহবিলকে সংরক্ষণ করা, এর হিসাব রাখা এবং তা শরয়ী পন্থায় ব্যয় করার জন্য অর্থ বিষয়ক মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী তহবিল সংগ্রহকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের শরয়ী নির্দেশনা দিতে **"চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** এবং **"চাঁদা জমা করনে কি শরয়ী এহতিয়াতেঁ"** নামক রিসালাও প্রকাশ করা হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা "অর্থ বিষয়ক মজলিশ"**কে উত্তোরোত্তর সাফল্য এবং বরকত দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোন কাজগুলোতে আনুগত্য আবশ্যক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ মান্য করাকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য বলে। আনুগত্যের মধ্যে ঐ সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত যা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ঐ সকল কাজও অন্তর্ভূক্ত যা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমনিভাবে নামায

আদায় করা, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া এবং অন্যান্য নেক কাজ করা আবশ্যক তেমনি মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, গান-বাজনা শুনা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও আবশ্যক। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমান দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাধ্য ও আনুগত্যতা থেকে দূরে সরে আছে। সম্ভবত এই কারণেই সমাজে গুনাহ ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করছে। যে দিকে তাকাই বেআমলী, পথভ্রষ্টতা এবং সুন্নাতের পরিপন্থীর ভয়ানক দৃশ্য। নামায আদায় না করা, গালাগালি করা, অপবাদ দেয়া, কুধারণা পোষণ করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ জোর করে আত্মসাৎ করা, সিনেমা-নাটক, গান-বাজনার নেশায় মত্ত থাকা, প্রকাশ্যে সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, গীবত করা, লোকদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টায় থাকা, জেনে গেলে তার গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া, মা-বাবার অবাধ্যতা পোষণ করা, গর্ব ও অহংকার করা, হিংসা ও লৌকিকতা এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করার মতো অসংখ্য গুনাহ প্রসার লাভ করেছে। মনে রাখবেন! একদিন মৃত্যু আমাদের জীবনের সম্পর্ককে কেটে দিয়ে আমাদের চাকচিক্যময় রুমের নরম বিছানা থেকে উঠিয়ে কবরের শক্ত মাটিতে শুইয়ে দিবে, অতঃপর তখন অনুশোচনা করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং এই সময়কে মূল্যবান মনে করে গুনাহ থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করে নিন এবং নেক কাজে সময় অতিবাহিত করুন। আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের উৎসাহ সৃষ্টি করার সত্য নিয়্যতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বানী শ্রবণ করি:

ফযীলত পূর্ণ প্রিয় নবী ﷺ এর ৮টি বাণী:

১. "**আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাজ; সময়মত নামায আদায় করা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" (আল জামেউস সগীর, ১/১৮, হাদীস নং- ১৯৬)

২. "**আল্লাহ তায়ালা** নিকট ফরযের পর সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাজ হচ্ছে, কোন ইসলামী ভাইয়ের মন খুশি করা।" (আল জামেউস সগীর, ১/১৯, হাদীস নং- ২০০)

৩. "**আল্লাহ তায়ালা** নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঘর সেটি, যাতে এতিমকে সম্মান করা হয়।" (আল জামেউস সগীর, ১/২০, হাদীস নং- ২১৯)

৪. "কেউ আপন মুসলমান ভাইদের এর চেয়ে উত্তম উপকার করতে পারে না যে, সে কোন উত্তম কথা শুনলো তখন তা তার ভাইকে পৌঁছিয়ে দেয়।"

(জামে বয়ান আল ইলমু ওয়া ফযলুহু, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫)

৫. "উত্তম কথা ছাড়া নিজের মুখকে সংযত রাখো। এভাবে তুমি শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, নম্বর ২৯, ৩/৩৪১)**

৬. "মু'মিনের মধ্যে পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই, যে তাদের মধ্যে বেশি উত্তম চরিত্রবান এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজের পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে উত্তম।" **(জামে তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ৪/২৭৮, নম্বর- ২৬২১)**

৭. "যে নিজের কোন ভাইয়ের কোন দোষ দেখে এবং তা গোপন রাখে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তার গোপন রাখার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।"

(আল মু'জামুল কবীর, মুসনাদ ওকবা বিন আমের, ১৭তম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৭৯৫)

৮. "যার প্রাণ কিংবা সম্পদে বিপদ আসলো, অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং লোকদের মাঝে প্রকাশ করলো না, তবে **আল্লাহ তায়ালার** উপর হক হচ্ছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।" **(আল মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৭)**

ভীতি প্রদর্শন সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৭টি বাণী

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে গুনাহ সমূহের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন এবং তা থেকে বাঁচার আদেশ দিয়েছেন, তা থেকে বাঁচাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য। আসুন! এই প্রসঙ্গেও **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী শ্রবণ করি:

১. "দুই ব্যক্তি এরূপ যে, যাদের দিকে **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টি দিবেন না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং মন্দ প্রতিবেশী।"

(আল জামেউস সগীর, ১/১৮, হাদীস নং- ১৬২)

২. "অত্যাচার করা থেকে বিরত থেকো! কেননা, এটা কিয়ামতের অন্ধকারগুলোর মধ্যে একটি।" **(আল জামেউস সগীর, ১/১৫, হাদীস নং- ১৩৬)**

৩. "অশ্লীল কথাবার্তার সম্পর্ক কঠিন হৃদয়ের সাথে এবং কঠিন হৃদয়ের সম্পর্ক আগুনের সাথে।" **(সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৬)**

৪. "বিদ্বেষ পোষনকারীদের থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, বিদ্বেষ দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।" **(কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ৩য় অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪৮৬)**

৫. "যে মুসলমান সন্ধি ভঙ্গ এবং ওয়াদা খেলাফী করে, তার উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং ফিরিশতাদের আর সকল মানুষের অভিশাপ, আর তার কোন ফরয ও নফল কবুল হবে না।" (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১৭৯)

৬. "যে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করে বা তার সাথে প্রতারণা এবং ধোকাবাজি করে, সে অভিশপ্ত।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩য় খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৪৮)

৭. "যে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের এমন কোন গুনাহের আড়াল হয়ে থাকবে যা থেকে সে তাওবা করে নিয়েছে, তবে আড়ালকারী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ না সে নিজে ঐ গুনাহ করে নেয়।" (ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৩য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বর্ণনাকৃত বাণী সমূহের প্রতি আমল করতে সফল হয়ে যাই, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের জীবনে নেকীর মাদানী বসন্ত এসে যাবে এবং গুনাহে ভরা জীবন থেকে মুক্তি মিলে যাবে। আসুন! আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার, মা-বাবা ও সকল মুসলমানের সাথে উত্তম আচরণ করার, মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকার, তাদের মন খুশি করার, এতিমদের স্নেহ এবং সামর্থ অনুযায়ী পরিবার-পরিজনদের মাদানী শিক্ষা দেয়ার, মুসলমানদের নিকট উত্তম বিষয় পৌঁছানোর, তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার, বিপদে ধৈর্য ধারণ করার, অত্যাচার ও অতিরঞ্জিত, অশ্লীল কথাবার্তা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ওয়াদা খেলাফী, ধোকাবাজী ইত্যাদি গুনাহ থেকে নিজেও বাঁচার নিয়্যত করছি এবং অন্যদেরও বাঁচাব اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। তা ছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমল"** এবং **"জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালা আমল"** অধ্যায়ন করুন এবং নেকীর উৎসাহ ও স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য প্রতি মাসে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইনআমাতের উপরও আমল করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বসার কিছু সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার একটি কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** থেকে বসার কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

☆ নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে এবং উভয় হাঁটু খাঁড়া করে উভয় হাত দ্বারা আবৃত করে নিন এবং এক হাত দ্বারা অপর হাতটি ধরে রাখুন, এভাবে বসা সুন্নাত (কিন্তু এমতাবস্থায় হাঁটুতে কোন চাদর ইত্যাদি দিয়ে ডেকে রাখা উত্তম) (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৭৮) ☆ চারযানু হয়ে বসাও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণীত। ☆ যেখানে কিছু অংশ ছায়া এবং কিছু অংশ রোদ সেখানে বসবেন না। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন ছায়ায় থাকো এবং তা থেকে ছায়া চলে যায় আর কিছু অংশ রোদ এবং কিছু অংশ ছায়া রয়ে যায়, তবে তার উচিৎ, সেখান থেকে উঠে যাওয়া। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-৪৮২১, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

বসা সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)